২৬/১০/২০০১

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

দৈনিক জনকণ্ঠ

পুনর্মূষিকোভব?

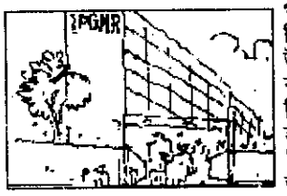

গত শনিবার পত্রিকান্তরে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবিষ্যত সম্পর্কে একটি উদ্বেগজনক প্রতিবেদন ছাপা হয়েছে। ওতে বলা হয়েছে, দেশের এই একমাত্র মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়টির ভবিষ্যত নাকি 'অনিশ্চিত' হয়ে পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে নাকি কোন 'স্বাভাবিক কাজকর্ম' হচ্ছে না। বিএনপি-জামায়াত সমর্থক কর্মচারী, চিকিৎসক ও 'ড্যাব' সমর্থকদের ভয়ে প্রশাসন ও আওয়ামী লীগ সমর্থক চিকিৎসকরা নাকি 'তটস্থ'। ইতোপূর্বেই হোস্টেল দখল এবং হামলা-টামলাও যথারীতি হয়ে গেছে। গত ১০ অক্টোবর নাকি কর্মচারীরা জোর করে একটি প্রশাসনিক আদেশ স্থগিত করতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করে। তার পর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নাকি অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে অফিস করছেন না।

উক্ত প্রতিবেদনটি সত্য হলে বলা যায় যে দেশে ক্ষমতার পালাবদলের পর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের পালাবদলের যে অভিযান শুরু হয় তারই অংশ বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের এসব ঘটনা ও সৃষ্ট পরিস্থিতি এবং আরও কিছু। সেটা কি? সেটা হচ্ছে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব বিলোপ এবং আইপিজিএমআর রূপে এর পুনর্প্রতিষ্ঠা।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৯৮ সালে আইপিজিএমআর-এর বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে যাত্রা শুরু হয়েছিল বিএনপি ও বিএনপি সমর্থক চিকিৎসক কর্মচারীদের তীব্র বিরোধিতার মধ্য দিয়ে। তাঁদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল আইপিজিএমআর'কে পূর্বরূপে রেখে দিয়ে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় অন্য কোথাও প্রতিষ্ঠা করা হোক। তাঁরা তাঁদের দাবির সমর্থনে কিছু যুক্তিও দেখান। কিন্তু সাবেক সরকার তাঁদের দাবি গ্রাহ্য করেনি। সম্ভবত এই সন্দেহে যে প্রদর্শিত যুক্তিগুলো রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। আসলে 'বঙ্গবন্ধু'র নামে নামকরণই তাঁদের বিরোধিতার মূল কারণ। এরূপ সন্দেহ একেবারে অমূলক ছিল একথা বলা সম্ভব নয় রাজনৈতিক সঙ্কীর্ণতায় আচ্ছন্ন নেত্রী-নেতাদের এই দেশে। তেমনি সম্ভব নয় আইপিজিএমআর'কে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করা বা সাবেক সরকারের যে কোন কিছুর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নাম জুড়ে দেয়ার প্রবণতাও সঠিক ছিল বলা। যা হোক, ক্ষমতার পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা যাচ্ছে বিএনপি সমর্থকরা তাঁদের দাবি নিয়ে তৎপর হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসক সংগঠন 'ড্যাব' নেতৃবৃন্দ নাকি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে আইপিজিএমআরের পূর্বাবস্থায় রূপান্তরের দাবি জানিয়েছেন। তাঁরা অবশ্য বঙ্গবন্ধুর নামে নামকরণ সম্পর্কে কিছু বলছেন না, যেহেতু বিশ্ববিদ্যালয় না থাকলে নামকরণটি আপনা আপনিই খারিজ হয়ে যাবে। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় যে, সাবেক বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি ক্ষমতায় গেলে আইপিজিএমআরকে পূর্বাবস্থায় রেখে পৃথক মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় করবেন গাজীপুরে। তিনি নিশ্চয়ই তাঁর সেই ঘোষণার কথা ভুলে যাননি। তবে এই বিষয়ে সরকারী সিদ্ধান্ত এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। সরকার যদি আইজিপিএমআর'কে পূর্বরূপে ফিরিয়ে নেয়া, তার বিশ্ববিদ্যালয় সত্তার বিলুপ্তি এবং প্রধানমন্ত্রীর পূর্ব ঘোষণা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেয়া যুক্তিযুক্ত ও সঠিক গণ্য করে তাতে কারও কিছু করার থাকবে বলে আমরা মনে করি না। তবে আপত্তির কারণ থাকবে যদি সম্ভাব্য সেই সিদ্ধান্তের পশ্চাতের প্রধান প্রেরণাটি হয় 'বঙ্গবন্ধু' নামের প্রতি অত্যধিক বিতৃষ্ণা। নামটি দেখামাত্রই গায়ে জ্বালা ধরাও সুস্থতার লক্ষণ নয়। গণতান্ত্রিক দেশে এক সরকারের আমলে কোন প্রতিষ্ঠানের দেয়া নাম পরবর্তী সরকার কর্তৃক বদলে ফেলার রীতি নেই। এটাও মনে রাখা দরকার।